সবুজ পাতার ফাঁকে চাইনা কমলা লেবু, চঞ্চলের স্বপ্নের বুনন

বাগানে সবুজ পাতার ফাঁকে থোকায় থোকায় ঝুলে থাকা রসে ভরপুর চাইনা কমলা লেবু চঞ্চলের স্বপ্নের বুনন। রাস্তার ধারে চঞ্চল হোসেনের সারি সারি চায়না কমলার গাছে সবুজ পাতার মাঝে উঁকি দিচ্ছে হলুদের আভা। এখন এই হলুদ আঁভার মাঝেই চঞ্চল হোসেনের স্বপ্নের আভাস।

ফেইসবুক ও ইউটিউব দেখে তিন বছর আগে চায়না কমলা লেবুর চাষ শুরু করেন গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব কুঠিপাড়া এলাকার কলেজ ছাত্র চঞ্চল হোসেন। এলাকার অনেকেই চঞ্চল হোসেনের চাইনা কমলা লেবুর বাগান দেখে তারা উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন আধুনীক এই চাইনা কমলা লেবুর চাষ করার জন্য।

গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের রাইসমিলপাড়া-সাহারবাটি রাস্তার মাঠে গিয়ে চোখে পড়ে এ দৃশ্য। দৃষ্টি কাড়া এই হলুদ বর্ণের ফলের উঁকি এলাকার অনেক মানুষকেই আকৃষ্ট করছে।

গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের রাইসমিল ও সাহারবাটি মাঠে গেলে দেখা মিলবে এ দৃশ্যের। ফলের ভারে নুয়ে পড়ার মতো অবস্থা প্রতিটি গাছের। যা দেখতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন উৎসুক মানুষ। বাগান দেখে মুগ্ধতার কথা জানান তারা।

৩ বছর আগে ফেইসবুকে কমলা লেবুর চাষ দেখে নিজের ১ বিঘা জমিতে এক শ চারা রোপন করেন চঞ্চল হোসেন।নিয়মিত, সঠিক পরিচর্যা ও পরিমিত সারের ব্যবহার করে প্রথম বছরেই গাছে গাছে আসে থোকায় থোকায় ফল। কি পরিমান ফল এসেছে এখনও আন্দাজ করতে পারেনি কৃষক চঞ্চল। চঞ্চল হোসেন বলেন, ফলন ভাল হয়েছে। তবে দামটা কি হবে এবং বাজার কোথায় পাবো সে চিন্তাও আসছে ঘুরে ফিরে।

সাহারবাটি থেকে কমলার বাগান দেখতে আসা রাসেল হোসেন বলেন, রাস্তার পাশে এই লেবুর বাগানে থোকা থোকায় লেবু সত্যিই ভাল লাগে। আমি এই বাগান দেখে নিজেও উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আমি নিজেও এক বিঘা জমিতে লেবুর চাষ করবো। তিনি বলেন, এই বাগানটা দেখতেও খুব সুন্দর।